পুঁইশাক চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : পুঁইশাক

জাতের নাম : বারি পুঁইশাক-১

জনপ্রিয় নাম : চিত্রা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫০-৯০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা অবস্থায় পুরো গাছ সবুজ রংয়ের থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কান্ড ও পাতার শিরা হালকা বেগুনী বর্ণের হয়। পাতা বড়, নরম ও সবুজ। অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, কান্ডটি বেশ মোটা ও মাংসল এবং ঘন ঘন পাতা সংগ্রহপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯০ - ২০০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮ - ১০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

চৈত্র-ভাদ্র (মার্চ-আগস্ট)।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

জাতের নাম : বারি পুঁইশাক-১

জনপ্রিয় নাম : চিত্রা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫০-৯০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা অবস্থায় পুরো গাছ সবুজ রংয়ের থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কান্ড ও পাতার শিরা হালকা বেগুনী বর্ণের হয়। পাতা বড়, নরম ও সবুজ। অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, কান্ডটি বেশ মোটা ও মাংসল এবং ঘন ঘন পাতা সংগ্রহপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯০ - ২০০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৮ - ১০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

চৈত্র-ভাদ্র (মার্চ-আগস্ট)।

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম পুঁইশাকে প্রোটিন আছে ২.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট আছে ৪ গ্রাম, আয়রন ১০ মি. গ্রাম, জলীয় অংশ ৯২.০ গ্রাম, ১.৪ গ্রাম খনিজ,২৭ কিলোক্যালোরি খাদ্যশক্তি, চর্বি ০.২ গ্রাম, ১৬৪মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ৬৪ মিগ্রা ভিটামিন-সি, ১২৭৫০ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : পুঁইশাক

বর্ণনা : বেডে সারি করে ১০ সেমি দূরে দূরে বীজ পুঁতে বা ছিটিয়ে চারা তৈরি করা হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে বেডে চারা তৈরি করা হয়। বীজ এক রাত পানিতে ভিজিয়ে বোনা হয়। চারা দুই সপ্তাহ হলে সেগুলো মূল জমিতে লাগানো হয়।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

প্রযোজ্য নয়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

সুস্থ ও রোগঅমুক্ত বীজ নির্বাচন করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : প্রযোজ্য নয়।

বীজতলা পরিচর্চা : প্রযোজ্য নয়।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পুঁইশাক

মৃত্তিকা :

পানি জমে থাকে না এমন দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

জৈব/ গোবর সার ৬০ কেজি, টিএসপি ৪০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম এবং এমওপি ৪০০ গ্রাম, সরিষার খৈল ৫০০ গ্রাম। ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব সার শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব উপকরণ জমি তৈরির সময় দিতে হবে। চারা বয়স ১০-১৫ দিন হলে ইউরিয়া সার প্রথম কিস্তি, ৩০-৪০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং প্রথমবার ফসল তোলার পর তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সারসুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পুঁইশাক

সেচ ব্যবস্থাপনা :

শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে। নতুবা শাক খসখসে হয়ে যাবে। জমিতে পানি যেন জমে না থাকে সেজন্য নালা তৈরি রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : জমিতে পানি যাতে না জমে সে জন্য পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন। পানির আপচয় রোধের জন্য ফিতা পাইপ/ফুটপাম্প/ঝাঝরির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : পুঁইশাক

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : ফসল : পুঁইশাক

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : বৃষ্টি ও জলাদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দিতে নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : পুঁইশাক

পোকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৫-৬ মিলিমিটার লম্বা বাদামি রঙের। ক্রীড়ার মাথা বাদামি এবং দেহ হলুদাভ থেকে হালকা সবুজ রঙের।

ক্ষতির ধরণ : খুদে ক্রীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

পাতায় ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

পোকার নাম : ফ্লি বিটল পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : প্রায় ১.৬ (০.০৬ ইঞ্চি) মিলিমিটার লম্বা ডিম্বাকার চকচকে নীলচে সবুজ বা ঝিকিমিকি কালো রঙের শক্ত পাখাযুক্ত পোকা। পুর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা লম্বালম্বি ভাবে কুঁড়ে খায়।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিন। আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

রোগের নাম : পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : এক ধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় বৈশিষ্টপূর্ণ দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র বাদামি বা সাদাটে এবং কিনারা কালচে ও হলুদ হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বোনার আগে বীজ শোধন করুন। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ছত্রাকের আক্রমণে পুইশাকের চারার গোড়া পঁচে যায়। চারা গজানোর পর মাটির কাছের অংশে কান্ডে বাদামি রঙ্গের পানি ভেজা দাগ পড়ে। চারা মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরী। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন, সুষম সার ব্যবহার করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পুঁইশাক

ফসল তোলা : পুঁই গাছের ডগা মাঝে মাঝে কেটে দিতে হয়। এতে শাক ও খাওয়া হয় আবার গাছে নতুন ডগা ও বের হয়। একবার চারা লাগিয়ে এক মৌসুমে ৮-১০ বার পুঁইশাক সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পুঁইশাক

বীজ উৎপাদন :

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বেডের উপরে ৩০*১৫ সেমি দূরে বীজ বা চারা রোপন করতে হয়।ডগা বেশি লতানো উচিৎ নয়। অগ্রহায়ণ মাসে গাছের ফুল ও ফল ধরে এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ পাকে। মাচা করেও বীজ জন্মানো যায়।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় এনে প্লাস্টিক/টিনের কৌটা/ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ পূর্ণ করে বায়ুরোধী মুখ আঁটকে সংরক্ষণ করুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :

শাক-সবজি চাষ, কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, জুন, ২০১৫।

ফসল : পুঁইশাক

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : পুঁইশাক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : পুঁইশাক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

ফসল : পুঁইশাক

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, ঝুরিতে বা ঠেলাগাড়িতে করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

রিক্সা, ভ্যান, মিনি ট্রাক।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

আটি বেঁধে স্থানীয় হাটবাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

বিভিন্ন আকারেরে মুথি বেঁধে/প্লাস্টিক কন্টেইনারে দোকানে, শপিং মলে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।